

Bengalees of New England



leave your door open
sip chai on the patio
laugh with friends
eat well
rest

AND REMEMBER TO PLAY

Life is better living together

That's why we offer colorful multi-generational
living communities for all ages to gather



২০১৯

আমাদের কঁ থা

উত্তর গোলার্ধে এখন মেঘদের যাত্রা শুরু দক্ষিণের প্রান্তে। পাখিদের পাখায় শীতের ছেঁওয়া। সবুজ পাতায়
রঙের আগমন সংকেত। তারই কানাকানি শুনি যেন, বাতাসের হিমেল পরশটুকুর আবেশ নিয়ে।

আমাদের বাঙালীমন উৎসুক হয় এই ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে। কার যেন আগমনী বার্তা, পৌঁছে যায়
বাঙালীর ঘরে ঘরে। শতাব্দী অতিক্রম করেও সেই আগমনী সুর বাজে একই ভাবে, আমাদের প্রবাসী মনে।
আজ মাতলোরে ভুবন।

বেঙ্গলীজ্ অফ নিউইংল্যান্ডের আমরা সবাই পাঠিয়ে দিলাম পূজোর খুশী।

পারস্পরিক ভালোবাসা ও সাহচর্যে ভরে উঠুক আমাদের বিদেশবাসের পূজোর দিনগুলি।

আমাদের সম্মিলিত প্রণাম জানাই দেবীর পদপুটে।

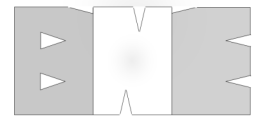
প্রার্থনা রাখি বিশ্বশান্তির।

“তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে...”

বিনীত-

২০১৯ সালের কার্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ

501(c)(3) charitable organization



Production: Saimanti Das

Cover Image: Payel Dutta

Proof Reading: Arindam Chattopadhyay

NANDINI TRAVELS

Climb the Mountain so you can see the World, not so the World can see you



Nandini Dutta,
Travel Consultant

M: (917) 544-7900 | P: (718) 591-9184, e-mail: y2kdutta@gmail.com



Year around International Cruise



International Luxury Hotel Booking



Best Price International Ticket

যুগনেতা কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ডঃ তাপস শঙ্কর দত্ত

যুগের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন বলেই কেশবচন্দ্র সেনকে 'যুগনায়ক' বলা হয়ে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বসানো হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ২৮ মার্চ, ১৮৭৫ সালে। পরবর্তীকালে শ্রী রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর উক্তি: "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নন, এ ক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এতো বড়লোক কেউ নেই। ইনি এতো সুন্দর, এতো অসাধারণ ব্যক্তি, একে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এর দেহ থাকবে না।"

শ্রী রামকৃষ্ণের আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী, কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম। উভয়ে বিবাহিত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করেছেন; কেশবচন্দ্র সন্তান-সন্ততি নিয়ে ছিলেন পুরোপুরি সংসারী। কেশবচন্দ্র প্রচার চাইতেন এবং নিজের মতবাদ প্রচার ও নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে দল নিয়ে চলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর অনুগতপ্রাণ রামচন্দ্র দত্ত তাঁর জীবনী লিখতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "জীবনী লিখলে আমার শরীর থাকবে না।" কেশবচন্দ্র কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় আত্মজীবনী প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন পন্ডিত, জ্ঞানীগুণীজন দ্বারা সমাদৃত বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী। যুবক নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর বক্তৃত্তা শুনে আক্ষেপ করে একসময় বলেছিলেন, "যদি ঠুর মতো বাগ্মী হতে পারতাম"। উভয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বললেও, কেশব সর্বধর্মসমন্বয় বলতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা, একত্র থাকা-খাওয়া, একের ধর্মগ্রন্থ অপরের দ্বারা প্রচার বলে ধরে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ধর্মকে চরম লক্ষ্যে যাবার পথ ধরে, সর্বধর্মের সারবত্তা উপলব্ধি করে সমন্বয়ের কথা বলেছেন। কেশব ব্রাহ্মধর্মের বহুল প্রচারের জন্যে হিন্দুধর্মকে গ্রাহ্যের মধ্যে নেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মকে সর্বধর্মের উৎস বলে ধরে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, "ব্রাহ্মরা যে ধর্মের কথা বলেন তা সামাজিক ধর্ম-সমাজের শুভাশুভ নিয়েই তার কথা। সে ধর্মে ভগবান নিয়ে বিশেষ কোনো কথা নেই। কিন্তু আমি যে ধর্মের কথা বলছি তা আধ্যাত্মিক ধর্ম"।

পরবর্তীকালে অনুগামীদের সঙ্গে কেশবের মত বিরোধ হয়ে বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আপাত অমিল থাকলেও তাঁদের সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অটুট থেকেও গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র যদি সারা ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার না করতেন তবে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টান হয়ে যেত। রাজ-শক্তির প্রলোভন ও হিন্দুধর্মের সহজ-সরল ব্যাখ্যা না থাকায় তারা হিন্দুধর্মকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না। হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রসূত জাতিভেদে সীমিত - এই ধারণাই তাদের বন্ধমূল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সনাতন হিন্দুধর্ম সাকার-নিরাকার দুই মানে। সাকারের মাধ্যমেই নিরাকারে যেতে হয়। সমাজের প্রয়োজনে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছিল হিন্দুধর্মে। এতে ঘৃণা বিদ্বেষের স্থান নেই। স্বার্থাহেষীরা পরবর্তীকালে শ্রেণী বিভাগের সুযোগ নিয়ে ঘৃণা বিদ্বেষ আরোপ করে মানুষ মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে। "আমি সেই ধর্মকে পূজা করি অজ্ঞরা যাকে মানুষ বলে ডাকে"। বিবেকানন্দের এই কথাগুলো সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত কথা। অধ্যাপক মাক্সমুলার কেশবের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পারেন। ধীরে ধীরে বহু তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেন।





Best Compliments from



**Jharna di and Felu da
To
BNE Patrons and Members**

চাঁপী

মৌ মুখার্জি

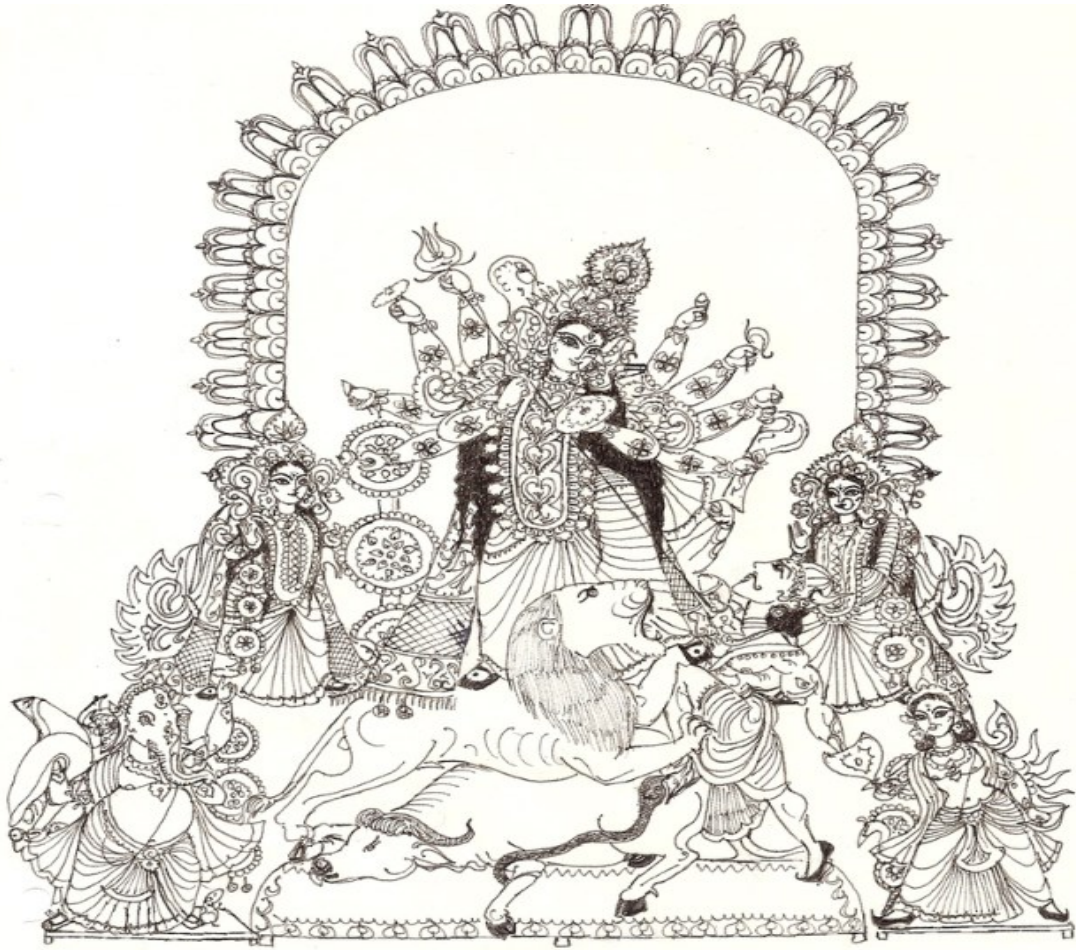


২ ঘন্টা যাবত আমার নগ্ন লাশটা পোস্ট মর্টেমের জন্য পরে আছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর অমল ঘোষ আমার লাশটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই হেসে বলে উঠলেন এই বয়সেও বিয়ের শখ যায়নি। এরপরই ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করুন তো। এরপর লাশ আবার পরিবারকে ফেরত দিতে হবে। যত্নসব ঝামেলা। বলেই আমার কালো বেচপ শরীরের দিকে আবার তাকালেন। বিয়ের জন্য পরা চন্দনের দাগ মুখে এখনো রয়ে গেছে।

আমি চাঁপা চক্রবর্তী। ডাক নাম চাঁপী। জন্মের সময় কালো গায়ের রং দেখে বাবা এই নাম রেখেছিলেন। বাবা আমার মুখ দেখেই নাকি বলেছিলেন "দেখো, এই মেয়েই আমাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে।"

ভগবান বোধ করি বাবার দিকে চেয়ে ব্যাপ্ত হাসিটা সেদিনই হেসেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দাদা বৌদি আর পড়শিদের খোটা শুনেই বড় হয়েছি। হেসেলে ঢুকলে বৌদিরা পাতিলের তলার সাথে আমার তুলনা করতে পারলেই যেন সার্থক হতেন। একদিন বড় বৌদি আমার গালে কালি দিয়ে বলছিলেন আরে ও ঠাকুরঝি তোমার মুখের কোথায় যে কালি লাগিয়েছি তাতো ঠাওরই করতে পারছিলে গো। এ নিয়ে বাড়ির সবার কি হাসাহাসি! আমিও সবার সাথে হেসেছিলাম। ওসব কথা এখন আর আমার গায়ে লাগে না। তবে মায়ের বোধ হয় সহ্য হলো না। সারা রাত মুখে আঁচল গুজে কেঁদেছিলেন।

জীবনে প্রথম ভালোবাসা ছিলো রবিদা। ছোটো থাকতে পাশের বাড়ির সুধা কাকীমার বাড়ি প্রায়ই দৌড়ে চলে যেতাম আর রবিদার কাছে রাজ্যের গল্প শুনতাম। প্রায়ই পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে তার বই পড়তাম। একদিন রবিদা আমার হাত ধরে বলেছিলেন “হ্যা রে চাঁপী বড় হয়ে আমায় বিয়ে করবি?” সেদিন লজ্জায় কিছু বলতে পারি নি মুখ ফুটে। ঘরে ছুটে এসেছিলাম। এরপর থেকে রবিদার সামনে যেতে ভারি লজ্জা পেতাম। তখন থেকে সেই ছিলো আমার কল্পনার রাজকুমার। বড় হতে থাকি আর কল্পনার রাজ্য বিস্মৃত হতে থাকে। কল্পনার সবটাই ছিলো রবিদাকে ঘিরে। ভাবতাম রবিদার কল্পনাও বুঝি আমায় নিয়ে। কিন্তু সে কল্পনা বেশিদিন টিকলো না যখন জেনেছিলাম আমার সেই সুহেলির সাথে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছুটে গিয়ে রবিদাকে সুধিয়েছিলাম তবে বললে কেন আমায় বিয়ে করবে? রবিদা ঘর ফাটানো হাসি হেসে বললেন সে তো মজা করেছিলাম। তোর মত কালিকে কে বিয়ে করবে রে? আমিও রবিদার সাথে হেসেছিলাম, তাকে যে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম সেই লজ্জা ঢাকতে। ফিরে আসার সময় নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বলেছিলাম রবিদা তোমার বিয়েতে কিন্তু আমায় একখানা লাল পেড়ে শাড়ি দিতে হবে বলে রাখলাম। রবিদা সেই কথাখানা রেখেছিলো। শাড়িখানা পরে নিজেকে আয়নায় অনেকবার দেখেছিলাম। সত্যিই রবিদার পাশে আমি বড্ড বেমানান। কি রাজপুত্রের মত চেহারা ওর। খুব কেঁদেছিলাম সেদিন। ভগবানের উপরও বড্ড রাগ হচ্ছিলো। আমার দাদা দিদিরা তো কত সুন্দর আর আমায় গড়ার সময়ই বুঝি ভগবানের সাদা রঙের কমতি পরলো!



The leaves are yellowing
And the flower bed lies forlorn
Beauty, alas, does not last
But our hearts are full of joy
The yearlong wait is over!
Our Eternal Mother is back with us again
Season's Greetings !!

*Champak, Saimanti
and
Bojro*

বাবা আমার বিয়েরও তোর জোর শুরু করলেন। ১৫ তে পা দিয়েছি। এখন বিয়ে না দিলেই নয়। কিন্তু একথানাও বাবার পছন্দমত প্রস্তাব আসে না আমি কালো বলে।

কোনো ছেলের দুই বউ, কারো বয়স বাবার চেয়েও বেশী, কারো আবার পণ বেশি চায়। বৌদিরা বলাবলি করে ঠাকুর মশাই ঠাকুর ঝির জন্য কোন রাজপুত্রের আশায় বসে আছে গো? যে গায়ের রং এর ছিরি! আস্তে আস্তে আমার বয়স বাড়তে থাকে।

বয়স ২৫ এ এসে ঠেকেছে। ছেলপঙ্কের সামনে নিজেকে হাজির করতে করতে আমি বড় ক্লান্ত। কোনো শুভ অনুষ্ঠানে আমার যেতে বারণ। পাছে তাদের কোনো অমঙ্গল হয়। আমি যে অপয়া, অলক্ষী। ২৫ এ এসেও একথানা বর জুটোতে পারলাম না।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম যেদিন বড়দিদি ওর মেজো মেয়ের বিয়েতে আমায় ছাড়া সবাইকে নেমন্তন করেছিলো। আমি একথানা শাড়ি ঠিক করে রেখেছিলাম ওর বিয়েতে পরবো বলে। কিন্তু বিয়ের দিন শুনি আমার নেমন্তন নেই। একথা শুনে মাও আর যায়নি। সারারাত মায়ের বুক মুখ গুজে কেঁদেছিলাম। মায়েরও ভারি কষ্ট হয়েছিলো সেদিন।

আজ আমার বিয়ে। ৩৭ এ এসে অবশেষে একথানা বর জুটোতে পারলাম। বরের বয়স নাকি ৬৫'র ঘরে। তবে এ নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। পুরুষের আবার বয়স কি গো? তাছাড়া শুনেছি সে নাকি ভারি সুপাত্র। যদিও তাদের দাবী একটু বেশী। ১০ ভরি সোনা আর নগদ ৫,০০০ টাকা। কি জানি দাদারা জোগাড় করতে পারলো কিনা! মা যদিও রাজি ছিলেন না কিন্তু বাবা স্বর্গে যাওয়ার পর মায়ের কথার কোনো মূল্য নেই এখন আর এ বাড়িতে। দাদা বৌদিরাই সব।

আমায় সাজানো শেষ। লাল বেনারসী অার চন্দন। কালো চামড়ার ওপর সাদা চন্দনটা ভারি চোখে পরছে। ঠোঁটের লাল রং টাও কেমন বেমানান ঠেকেছে। ও নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা তো হচ্ছে। এখন আর আমায় কেউ অপয়া অলক্ষী বলবে না। কারো খোটা শুনতে হবে না আর। বর চলে এসেছে। সবাই খুব হইচই করছে। কেউ কেউ আবার বুড়ো বর বলে খোটাও দিচ্ছে। আমি ওসব গায়ে মাখছি না। একটু পরই লগ্ন শুরু হবে। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

বিয়েটা আর হল না শেষ পর্যন্ত। পণের টাকা গয়না কিছুই জোগাড় হয়নি। দাদারা ভেবেছিলেন কোনো ভাবে বিয়েটা চুকে গেলেই হয়ে যাবে। কিন্তু বরপক্ষ বেজায় চালাক। পণের টাকা না নিয়ে বিয়ে শুরু করবে না। মা তাদের পায়ও ধরেছিলেন। লাভ হয়নি কোনো। বিয়ে ভেঙে দিয়ে সবাই চলে গেল। আমি একা ঘরে মূর্তির মত বসেছিলাম। কাঁদার শক্তিটুকুও ছিলো না আর।

রাত হয়েছে অনেক। সবাই ঘুমুচ্ছে। মা বোধহয় পাশের ঘরে বসে এখনও কাঁদছে। বড় বৌদি বলে দিয়েছে মাকে কাল সকালেই আমায় নিয়ে কাশী চলে যেতে। আমায় অার ঘরে তারা রাখবে না। কিন্তু আমার বৃদ্ধ মা এই বয়সে আমায় নিয়ে কোথায় যাবেন। অতকিছু আর না ভেবে বিয়ের শাড়িখানা দিয়েই গলায় ফাঁস দিলাম। যে শাড়িখানা পড়ে আমার শ্বশুড় বাড়ি যাবার কথা ছিলো সেটাই এখন আমার ফাঁসের দড়ি। সারারাত লাশখানা ঝুলেছে আমার। কেউ টের পেল না।

আমার লাশটা অনেক আগেই পোড়ানো শেষ। ছাইগুলো ছড়িয়ে আছে। কালো ছাই। আমার রঙের সাথে খুব মিল আছে। আচ্ছা ফর্সা আর কালো মানুষের ছাইয়ের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই তবে মানুষগুলোর মধ্যে



Best Compliments from



Gouri Dutta

সংগ্রামী মা

গৌতম সরকার

ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু শুভাশিস আমার মাকে স্মরণ করায়, ওকেই লেখা চিঠি -

সেই কোন ছোটবেলার কথা, মানুষটাকে ভুলে যাওয়ারই কথা! তবুও তুই মনে রেখেছিস। এটা জেনে বিস্মিতও হলাম, আবার তোর স্মৃতি-শক্তির ওপর আমার শ্রদ্ধাও বাড়ল।

আমাদের বেড়ে ওঠার সময়তো আর 'মাদারস ডে' বলে কিছু ছিল না, পরে বড় হয়ে বিদেশে এসে এটা শিখি। এখন দেখছি ভারতেও এটা হয়! তবে তুই, আমি যখন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের ক্লাস ওয়ানে পড়ি, তখনকার একদিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। তখন তো মাদারস ডে থাকার কথা নয়, তবে কোন বিশেষ দিন ছিল নিশ্চয়। কারণ সেদিন আমাদের ক্লাস-টিচার ইন্দিরা-দি ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর কেন জানি না লিখেছিলেন -

"মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু যখন খেলতে গিয়ে হটাত অকারণে
একটা কি সুর গুন গুনিয়ে কানে আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় তখন আমার খেলার মাঝে।"

লেখার পর ইন্দিরা-দি যখন ব্ল্যাকবোর্ড থেকে আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন, আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, দেখি উনি অঝোরে কাঁদছেন! কে যেন একজন জিগেস করেছিলো যে উনার চোখে জল কেন? তখন উনি বলেছিলেন - "বড় হোলে বুঝবে, এখন নয়।"

সেই দিন আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি যে ঐ ঠাকুমা-দিদিমার বয়সী ইন্দিরা-দি কেন কেঁদে ছিলেন। যখন বুঝলাম, তখনো কিন্তু আমি ছোটোই! শুধু মনে হয়েছিলো এই যে, ইন্দিরা-দি ভুল বলেছিলেন, তা না হোলে আমার বড় হওয়া পর্যন্ত তো অন্তত মায়ের বেঁচে থাকার কথা!

খুব ছোটবেলায় মাকে মিস করতাম; জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়ার জন্য, জামার বোতাম সেলাই করার জন্য, স্নান করার সময় মাথায় জল ঢালার জন্য, নারকোল-নাড়ু, নিমকি বা রসবড়া খাওয়ার জন্য, শীতকালে হাতে বোনো সোয়েটার পড়ার জন্য, এইসব। তারপর মানুষটাকে আমি প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলাম, যদিও বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তত দিন আমাদের তিন ভাইকে কিছুতেই মানুষটাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে দেননি। বাৎসরিক পরিষ্কার ফল বেড়ানোর দিন, বা ভালো কিছু করার পর বাবাকে প্রণাম করতে গেলেই বাবা পা সরিয়ে নিতেন; দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিটা দেখিয়ে বলতেন "উঁহু, আগে মা-কে"! এছাড়া মায়ের আর তেমন কন অস্তিত্বই থাকলো না তখন আর আমার জীবনে। আর থাকবেই বা কি কোরে? বন্ধু-বান্ধব, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবল, সিনেমা, পড়াশোনা - এইসবের মাঝে মায়ের আর জায়গা হোল না।

মাকে আবার মনে পড়লো সেই উনিশের শেষে - যখন দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি প্রায় আসন্ন। বাবা বোধ হয় প্রথমে ঠিকঠাক বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি যে আমার পক্ষে এই 'বিদেশে-পাড়ি' ব্যাপারটা আদৌ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু যেদিন বুঝলেন যে আমাকে আর আটকানো সম্ভব নয়, সেদিন কাছে ডেকে বেশ কিছু 'গম্ভীর' কথা বলেছিলেন, যা শুনে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এর আগে বাবা কোনদিন আমাকে কন গম্ভীর কথা বলেননি। বাবা সেদিন কথা শেষ করেছিলেন এই বলে যে "কন ভয় নেই, তোমার মায়ের আশীর্বাদ সঙ্গে থাকবে"। দেশ ছাড়ার দিন মনে হয়েছিলো যে বাবার আশীর্বাদটা পেলাম কি পেলাম না তা ঠিক বোঝা গেলো না, কিন্তু বাবা মারফৎ মায়ের আশীর্বাদটা ঠিকই পেলাম! এরপর আবার সেই একই ঘটনা - মাকে আবার ভুলে গেলাম। তখন বিদেশে থিতু হওয়ার সংগ্রাম, পায়ের নিচে জমি খোঁজার সংগ্রাম; তার ওপর মজলাম মেমে! মায়ের কথা ভাবার সময় কোথায়?

মাকে আবার মনে পড়লো যখন শুরু হোল আমার 'সিঙ্গিল-ফাদারহুড' - আমার তিন কন্যাকে নিয়ে, যখন ওদের বয়েস মাত্র ১, ৩ আর ৪। কারণ সেই একই - ওদের জুতোর ফিতে বাঁধা, স্নানের সময় ওদের মাথায় জল ঢালা, ওদের জামার বোতাম সেলাই করা, এমনকি ক্রমে ওদের সাথেই নারকোল-নাড়ু আর রসবড়া বানানো! সোয়েটারটা এখনও ওদের জন্য বা ওদের সাথে বুনে উঠতে পারিনি, পারলে গর্বিতই হতাম! তবে হ্যাঁ, মেয়েদের মাফলার বানা শিখিয়েছি - এই আমার 'মায়ের ছেলে' আমিই! আমার মধ্যম কন্যা মায়ার বানানো মাফলার সযত্নে রাখা আছে আমার কাছে। এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে আমার বছর দুই ডাক্তারি পড়ার অভিজ্ঞতা, যখন শিখেছিলাম সার্জারিতে মানুষের চামড়া সেলাই!

তবে এইসবের কোনটাই আমার কাছে তেমন 'বিশেষ' কিছু নয়। 'বিশেষ' যা, তা হোল আমার মাকে আমার চিনতে পারা। যা আমি পেরেছি বিগত ১৫ বছরে, আমার তিন কন্যাকে 'সিঙ্গিল-ফাদার' হিসাবে বড় করতে গিয়ে। ফেলে আসা স্মৃতি বা টুকরো ঘটনা মনে পড়ায় প্রায়ই মনে হয়েছে যে কি অসাধারণ ছিলেন এই মহিলা! সহায়-সম্বলহীন (দেশ বিভাগের পর মায়ের বাপের বাড়ি হয়েছিলো বিহারের গয়ায়, যা তখনকার দিনে কোলকাতার তুলনায় ছিল 'বিদেশ'), আত্মীয়-পরিজনহীন (মায়ের একমাত্র ভরসা ছিল আমার বাবা, যিনি কর্মসূত্রে প্রায়ই থাকতেন অন্যত্র, আর আমরা তিন ভাই ছিলাম খুবই ছোট), প্রায়ই কপর্দক-শূন্য অবস্থায় এক ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের তিন ভাইয়ের মুখ চেয়ে মায়ের বেঁচে থাকার সংগ্রাম বিগত ১৫ বছরে অনেক রসদ জুগিয়েছে আমাকে - অনেকটা প্রায় একই রকম অবস্থায় আমার তিন মেয়েকে বড় করার সংগ্রামে। প্রায়ই আমার মনে হয়েছে (বিশেষত বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখের দিনগুলোয়, যখন কোনটা আগে সামলাবো সে ব্যাপারে হালে পানি পেতাম না) যে আমার মা পেরেছিলেন, আমাকেও পারতে হবে, পারতেই হবে!

আমার মেয়েরা বড় হয়ে গেলো, আমার এই সংগ্রাম প্রায় শেষ। মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া ছাড়া মাকে আর কিছু দেওয়ার সুযোগ হয়নি কন দিন। তবে প্রতিকূল পরিবেশে আমার সিঙ্গিল-ফাদারহুডের সংগ্রাম হয়ে থাকলো আমার মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্থ্য।



শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা



Mouli and Amitabha

নালিশ ২০১৯ নিলয় মুখার্জী

দুপুরে কষা মাংস আর লাচ্চা পরোটা খেয়েছিলাম। সঙ্গে আচার। নেহাত খেতে হয় তাই খানিকটা বাঁধা কপির তরকারি। তার পরপর-ই বন্ধুর ফোন এলো - বিকেলে রেস্টুরেন্ট বাজি ! বড় গেলাসে বেলজিয়ান বিয়ার, এপেটাইজার এ চিকেন ফ্লাটব্রেড, রাইস পিলাফ দিয়ে স্টেক টিপস আর ডেসার্ট এ স্কিলেট-গরম চকলেট চিপ কুকি উইথ আইসক্রিম খেয়ে যখন গাড়িতে উঠলাম, তখন বুঝতে পারলাম, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

এইরকম মাঝে মাঝে হলে কোনো ক্ষতি নেই হয়তো। কিন্তু এটা তো মাঝে মাঝের ব্যাপার নয় - এটা প্রত্যেক উইকেন্ড এই হচ্ছে। এদিকে বাথরুম-এ স্নানের আগে ওজন নেবার অভ্যেস-টা রয়ে গেছে - ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রতিজ্ঞা- এবার থেকে ভেবে চিন্তে থাকবো। কিন্তু কই ? সেই ডিমের ডেভিল ভালবেসে চার খানা খেয়ে নেবার পর-ও দুবার ভাত নিলাম, মাংস টা বেড়ে হয়েছে বলে। নিজের থেকেই নিজের নিস্তার নেই।

বার্গার কিং নতুন বুর্গের বার করেছে - নাম ইম্পসিবল বার্গার - সম্পূর্ণ ভেজেটেরিয়ান , অথচ স্বাদে নাকি মাংসের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই - চেখে দেখলাম- খুব একটা খারাপ নয়- কিন্তু এমনি বার্গার এর চেয়ে এক ডলার বেশি দাম অথচ ক্যালোরি প্রায় এক। লাভটা কি হলো তাহলে আমার?

দু সত্যাংহ আগে বিল এসেছে - ইজি পাস এর অফিস থেকে। আমার ট্রান্সপন্ডার আছে - এমন তো হবার কথা নয়। ফোন করলাম - তিরিশ মিনিট হোল্ড-এর পর রেখে দিলাম। ই -মেইল পাঠিয়ে দু দিন পর উত্তর - আমার ক্রেডিট কার্ড এক্সপায়ার করে গেছে - রিনিউ করতে হবে। করলাম। দু দিন আগে -আবার বিল - এবার লেট পেমেন্ট বাবদ পেনাল্টি জুড়ে দিয়েছে ওরা। ওদের ওয়েবসাইট- এ গেলাম - প্রথম বার লগইন করছি বলে একাউন্ট নম্বর চাই - সেটা আবার কি? আমার কাছে শুধু ট্রান্সপন্ডার নম্বর আছে - অগত্যা আবার কল-আবার হোল্ড- এবারে একজন ধরলো- একাউন্ট নম্বর পেলাম - বিল পে হলো- এরপর বাকি চার্জ সোজা ক্রেডিট কার্ড থেকে যাবে তার আশ্বাস পেয়ে ফোন রাখলাম। একাউন্ট নম্বর আর পাসওয়ার্ড একটা স্প্রেডশীট এ লিখে রাখলাম - পরে যদি কোনো দিন লাগে। সেই স্প্রেডশীট যাতে কেউ দেখতে না পায় , তার আবার আলাদা পাসওয়ার্ড - সেটা কি করে মনে রাখবো, নো আইডিয়া।



মা-কে হোয়াটস্যাপ এ ভিডিও পাঠাচ্ছি - এদিকে মা দেখতে পারছে না - ফোনে ফোনে একজন ছিয়াত্তর বছরের মহিলাকে স্মার্ট ফোন শেখানো যে কি জিনিস, যে না করেছে, সে জানে না।

এলিভেটর এর আলো খারাপ হয়ে গেছে- ফোন, আমাজন- এর প্যাকেট বলছে ডেলিভারড অথচ নেই- চুরি হলো নাকি? - ফোন , রিটার্নমেন্ট একাউন্ট অন্য ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি ম্যানেজ করবে এখন থেকে - ফোন। আপেল ফোন -এ ফিঙ্গার প্রিন্ট আই -ডি টা কাজ করছে না- গুগল সার্চ , নেস্ট -এর নতুন থেমোস্ট্যাট যে কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রোল করা যায়- কি করে লাগাবো- ইউটুব, গ্লাসটপ ওভেন এর জন্যে সবচেয়ে ভালো ক্লিনার কি - আমাজন রিভিউ।

আপনারা হয়তো ভাবছেন , কোন দিকে এগোচ্ছি? এটা কি শুধু নালিশের তালিকা ? হয়তো। কিন্তু আরেকটা জিনিস ভেবে দেখুন। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে এই কোনো নালিশটাই ছিল না। তার কারণ এই জিনিস গুলোই ছিল না। আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে কি হবে? ওজন বাড়ার চিন্তা ছাড়া- ওটা হয়তো তদ্দিনে হাল ছেড়ে দেব। ভেবে দেখুন।

**THIS DURGA PUJA
MAY THE FORCE BE WITH YOU**



**BEST WISHES FROM
TEAM MUKHOSH**

**Please join us as we unmask our feelings at the
BNE Durga Puja on October 5th, 2019**

পনেরো বছরের পথচার ইতিবৃত্তি

সরস্বতী পূজো দিয়ে ২০০৪ সালে বেঙ্গলীস অফ নিউ ইংল্যান্ড এর যাত্রা শুরু। দেখতে দেখতে সেই যাত্রা পনেরো বছরে পদার্পন করলো। দেশ থেকে ফাইবার গ্রাসের মূর্তি এনে রেডিং শহরের এর মিডল্ কুলে প্রথম সরস্বতী ঠাকুরের আরাধনার আয়োজন করা হয়। ৩১ জন প্রতিষ্ঠাতার আত্মিক প্রচেষ্টায় প্রথম যাত্রা সফল হয় ১২২ জনের উপস্থিতি ও অনুপ্রেরণায়। সেই বছরেই কলকাতা থেকে ভারি সুন্দর একচালার দুর্গা প্রতিমা আনা হয়। আমাদের পাশে প্রথম দিন থেকেই আরো কিছু পরিবার একাত্ম হয়ে যান - এবং এই বি-এন-ই পরিবারের জন্যে মন প্রাণ সময় নিবেদন করেন। তাদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

বি-এন-ই'র আন্তরিকতা, আদর আপ্যায়ন ও খাওয়া দাওয়া খুব অল্প সময়েই সবাইকে আকৃষ্ট করে। ২০০৯ সালের মে মাসে বি-এন-ই'র সংবিধান তৈরী করা হয় ও নন-প্রফিট-অর্গানিজেশন হিসেবে ম্যাসাচুসেট্‌স রাজ্যে নথিভুক্ত করা হয়। স্থানীয় প্রতিভাবানরা যেমন বি-এন-ই'র মধ্যে তাঁদের সাংস্কৃতিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করে আনন্দদান করেছেন, সেই রকমই কলকাতা ও ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত কলাকুশলীকে নিয়ে আসা হয়েছে। নাটক, গান, নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁরা আমাদের মনোরঞ্জন করে বি-এন-ই এর অনুষ্ঠানকে আরো উচ্চ পর্যায় পৌঁছে দিয়েছেন। ২০১৫ সালে কুমোরটুলি থেকে আনা নতুন জ্বলজ্বলে দুর্গা প্রতিমা আমাদের পূজোয় এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

কালের অমোঘ নিয়মে আমাদের অতি প্রিয় কয়েকজন বিগত হয়েছে। তাঁদের অনুপস্থিতি বড় পীড়াদায়ক। আমরা সব অনুষ্ঠানে তাঁদের অভাব ভীষণভাবেই অনুভব করি।

সবশেষে, যাঁরা আমাদের পাশে থেকে ও আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানে সমর্থন, সহযোগিতা, ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাঁদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের এই প্রেরণাকে পাথেয় করে আগামী দিনে যেন আরো প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে চলতে পারি।

প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যনির্বাহী কমিটির তরফ থেকে অনুলিখনে-

পাপিয়া ব্যানার্জী



আলোর খোঁজে

অলোকা মুখোপাধ্যায় রায়

গহীন মনের নদীতে ঢেউ
সুখ দুঃখের জোয়ার ভাটা,
ঠিক বেঠিকের দোলায় দোলে
বোধ অবোধের পুরো দুনিয়াটা।

পথ চেনাতে দেখি ক্ষুব্ধতারা
দিক নির্ণয়ে হাওয়া কোনদিকে,
ভয় ভাঙ্গিয়ে খুঁজি শকতারা
সূর্য উদয় পূব মলুকে।

আলোর জোয়ারে আধার সবাই
রোদ ঝলমলে সকাল বেলা,
আনন্দ গান আকাশেতে বাজে
হাসি খুশি ভরা মনের মেলা।





Best Compliments from



Aparajita & Jaideep

খোলা চিঠি তোমাকে
দীপা ভট্টাচার্য্য (ভারমন্ট)

শতরূপা জননী আমার !
বজ্রাদপি কঠোর ;
কখনো কুসুমাদপি কোমল !
শক্তিদায়িনী, অমৃতবর্ষিণী,
আন্দদায়িনী মা আমার ।
মৃন্ময়ীরূপে ধারণ করেছে
আমারে তোমার বক্ষে,
শিখায়েছে মোরে কেবা মোর পিতা,
ব্রাতা, ভগিনী, সখা, পরিবারে ।
শতবরষের জীবন তোমার
বন্ধন শত, শত
ত্যাগ করি সবে
চলি গেলে দূরে
মুক্তিপথে অমৃতসন্ধানে ।
আজি শুভ এই শারোদোৎসবে
তুমি চিন্ময়ীরূপে বিরাজিবে সদা
আমার হৃদয় মাঝারে ।



CRUISE

CHINMOY CHAKRABARTI

Who are you ?
Who am I ?
Nothing new
The question is old ,
Not for rejection ----
Old is gold .

I am nothing ----
A penny-wise , pound-foolish
Nothing to accomplish .

Forgive me ,
You are wise .
I am
On a long cruise .
Knowing nothing
About the doomsday .

I sing , write and pray
For you ,
You are the World ----
A. Long Queue .

Saying Goodbye to Edith

Manisha Roy

It was a beautiful spring day – the 16th or perhaps the 17th of April, 2018. I got out of our home for the first time in 8 weeks after a protracted viral fever and hacking cough. I felt cut off from the neighborhood and the world. This is the first time in such a long hiatus, I said to myself. Everything looked different. The Lindens on Pleasant street in front of Edith's home have tiny copper red buds. Perhaps in another two weeks they will be ready to burst open into wooly faded green leaves.

As I turned the corner of Pleasant and Franklin I wondered if Edith would be out in the garden. She hardly missed a nice day not to be in her garden. Although the few inches of shoots of Tulips and Daffodils were already out, there were always things to do around the Peonies and other perennials. The thick plastic that covered the hundred year-old Italian fig tree was already taken off by one of her grand



nephews who lived in the same neighborhood. She is the 12th of twelve children of her Italian immigrant parents who had brought this fig tree when they came over to the New World. Edith had taken care of this tree along with all other legacies of her parents including the large extended family all her 91 years of life.

When my husband and I first moved to Cambridge, one October morning looking out from our 5th floor balcony the first thing I noticed was Edith's house and garden at the corner of Franklin and Pleasant Streets. The healthy leaves of the fig tree did not escape my notice. I knew I would seek out the owner of that house and the fig tree. The opportunity arose in a couple of weeks and as I was passing the garden with the ancient fig tree which had a few ripe figs still on it, I saw a petite and pretty woman weeding. I said 'hello', she smiled and stood straight from her work and walked over to the Privet fence separating the road and the garden and said, 'hello.' Something passed between us that made it totally natural and easy to establish a warm communication. Later I watched the same friendliness that connected Edith with other neighbors and pedestrians who chatted with her as they passed her garden.

The fact that this special warmth she had for everyone did not dishearten me. In fact I felt honored to be included in the same big circle of her generosity that touched all her neighbors and her large family.

This April morning I was eager to see her and tell her briefly about my trip to India and its aftermath – the usual viral infection from the 18 hours of flight etc. Seeing and talking to her would make the return to my everyday life in Cambridge complete. Edith does that, I'm sure, to others as well. This ancient house with its garden built by her immigrant father that stands on the corner of Pleasant and Franklin and Edith's presence in it – all gives a stability and permanence to her neighbors' existence in the neighborhood. As I waited a few minutes to see if she'd come out from her kitchen to the small balcony, I saw a middle-aged woman coming out of the kitchen instead. I smiled at her and said, "Is Edith in? I wanted to say 'hello'. I was gone for a month." The woman looked at me for a minute and said,



*With Best Compliments
From*



Phone: (978) 735-4367

“You don’t know, do you? Edith passed away last Tuesday. The funeral is tomorrow at St. Peter’s church on School Street. I’m her grandniece.” She started moving toward her car leaving me in total shock! When I found my voice back again and uttered the words, “Thanks for telling me,” the woman already started her car that was parked under the grape arbor on Edith’s driveway.

I came home and told my husband the sad news. The weight of this information changed something in me. A sadness of loss that is not that reasonable (I was not that close to Edith; I was one of many of her neighbors) moved inside my soul like a spilled liquid that spreads over a surface slowly. A silent sob that was stored inside me pushed itself up toward my throat and eyes. Tears began to form uncontrollably. Are the tears for just another human being whom I happened to know and with whom I had no special friendship, only a warm and decent familiarity that framed my life in a city between Franklin and Pleasant Streets that both Edith and I shared – the street that brings the first cardinals in spring and the first flakes of snow in winter?

Or is it a recognition of my own mortality – a reminder yet one more time – an anticipation of saying ‘good bye’ to everything and everyone I love?



অরুন্ধতী সরখেল



Picture Memories



সৃজন - 'স্বপ্ন দেখে মন'

বাগবাজারে জ্ঞানের আলোক-কেন্দ্র "উইমেন্স কলেজ কলকাতা"। দেয়াল ঘেঁষে অঙ্ককারাচ্ছন্ন স্নাম। সেখানে 'যে ফুল না ফুটিতে' ধরণীতে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। চোখের সামনে সেই কুঁড়িগুলোকে বৃন্ত-চ্যুত হতে না দেবার সংকল্পে কলেজের অধ্যাপিকারা তৈরী করেন 'সৃজন'। হয়ে ওঠেন ওদের 'আলোর পথযাত্রী', গুঁজে দেন ওদের চোখে এক 'অন্য গানের ভোরের' স্বপ্ন। এই পাতা জুড়ে আঁকা রইল সৃজনের ষোলো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের গল্প।



Pakhi Paul (9 yrs)



Sujoy Samaddar (16 yrs)



Mithu Gayen (10 yrs)



Subrata Das (13 yrs)

পৃষ্ঠা সৌজন্য : রাকা দত্ত ও সংহিতা ভট্টাচার্য



CONTRIBUTORS



Anika Ghosh



Anuprabha Dandapat



Bojro Das



Bibhabari Kundu



Rajarshi Mandal



Ryon Das



Bibhabari Kundu



Rajarshi Mandal



A Dream Vacation in Universal Orlando

Bojro Das

A trip to Universal Orlando is a dream comes true for a kid. With fun rides, stories, twists, turns, and a *lot* of walking you never have to work harder to have fun! Among my favorites, were The Incredible Hulk Coaster, The Escape of Gringotts, The Revenge of the Mummy, and well, all of the rest too!

The first ride I went on the moment we got to the park was the Incredible Hulk Coaster. I don't think it was a great choice because it was my first roller coaster ride ever and it was a really fast ride with lots of acceleration. The wait was over fifty minutes. You have to store your personal belongings in free lockers by the roller coaster and you have to pass metal detectors too. At the beginning of it, you blast off and reach a speed of forty miles per hour within the first two seconds! That's way more acceleration than the mini-van I usually get to ride. The roller coaster contains seven inversions. A zero-g roll, a cobra roll, two vertical loops, and two corkscrews. This I recommend highly. It is a must if you step foot into Universal. Please do not spend the time on other stuff like walking around looking for "decent" coffee all over the park instead like my dad did.

The next ride I went on was The Amazing Adventures of Spider-Man. This ride is definitely something you could do with your family. In fact, it is something you can do while holding on (for dear life) to a coffee in case you have succeeded in hiding it from the ride operators! The wait line is around 30 minutes. It has exhilarating special effects including heat or water and of course the occasional drop. It had an amazing story and it felt so real. The ride did not last long but it would definitely be worth your time.

Another ride is the Escape of Gringotts. It takes place in the Gringotts bank which is from Harry Potter. What happens is you get into the bank and Voldem- He-who-must-not-be-named and Bellatrix are there and they attack you. Similar to The Amazing Adventures of Spider-Man, the ride really plays with your perceptions. There is one sort of fast part with a small but sharp drop but the rest of it is at cruising speed. Overall the ride is probably my favorite slower ride.

I then went on to The Flight of the Hippogriff. The wait time for this was around 15 minutes.



**May Maa Durga give you the
courage to fight all evils.**



শুভ শারদীয়া



Hearing Aid Center of Southern CT

CHILDREN'S CORNER

This ride is considered a junior roller coaster but you can go on at any age as long as you are not too young. Apparently, they have no upper age limit! I recall how they had sent me away for being too young a few years back. It used to be called The Flying Unicorn but got renamed to fit with Harry Potter Hogsmeade. This ride can go up to 29 miles per hour. For the wait, it is definitely worth it. The next ride that got my attention was The Revenge of the Mummy. This was the 3rd roller coaster I've ever ridden. This ride contains lockers and a single rider line. The wait was around thirty minutes; not terrible for a long weekend. It is an indoor roller coaster. It reaches a top speed of 40 miles per hour. Half of the ride is a pretty slow pace where you meet some animatronics that is very high tech. Then at one point, it blasts you off. Since its dark, it feels like you are going very fast. This ride is very fun with lots of thrills.



If you are a Potter fan you must not miss Harry Potter and the Forbidden Journey. The wait can go high up to 90 minutes. It's like going through some of the books but you're a part of it too. The song goes pretty slow but it has quite a bit of twist. It also picks up speed in some bits. Nothing crazy though. It may not work out as well as a group ride because you might get split up or just the fact that you can't experience it with your group. There's so much stuff going on that you would barely even be able to hear them. All you would be able to do is discuss it afterward.

The Jurassic Park River Adventure was pretty nice. The wait time on the day I went to go there was very long but it's usually less. I don't have any idea of the time. It is a water ride which is very slow at first. More of a cruising speed. Then all of a sudden it starts to pick up speed. Soon you encounter a drop. This is the reason why this might not be recommended for everyone. This could be a group ride if everyone is fine with the drop.

The Despicable Me Minion Mayhem probably wouldn't be to entertain for an adult but for a younger group, this is perfect. The seats don't move too much and it's the perfect 4d experience for a younger kid. Not much to enjoy if you're older but still entertaining. The wait line usually isn't too long.

Skull Island: Reign of Kong is a free drive ride. The artistic design of the face of Kong is amazing. It's one of the bigger parts of it. Also, it has many big scenes from the movie. For example, there is a scene where he fights with 3 t-rexes. It has a lot of thrill and you can feel the moment around you. It's amazing how precise it is.

Overall, Universal Orlando is definitely worth the time and money. Just beware: There will be tons of walking! You have been warned. Your legs will be extremely sore without proper stretching.



Best Compliments from



Anupam & Anupama

Born an Artist

Anika Ghosh

Anna woke up feeling tired and drowsy as the on-going storm kept her from sleeping. "Really why a storm in the middle of the summer!"

Anna thought to herself. It was a bad day to be a bad day. Stuck indoors until the rain stops, Anna wanted to find something to keep her entertained. So, she grabbed a pencil and paper and started doodling random things. She would doodle words, symbols, people, and much more until the paper was filled up. By the time the paper was filled up more time had gone by then she thought. **1:46** the clock read.

Anna was very hungry so she went to the kitchen to make herself lunch. She made a chicken sandwich and ate while looking peacefully at the storm. Anna's parents always expected the dishes to be done when they got back from work (as that doing dishes was her main chore). So she started to wash away all the dishes until no more were in the sink, then went back to her room. So that paper that she doodled all over; she colored it. Anna used multiple supplies such as paint, colored pencils, and oil pastels. She used all sorts of colors to color the doodled page. **6:51** the clock read after Anna was done coloring the doodles. "Wow" she thought to herself. "This looks really good". As a kid Anna was very proud of herself.

"Wow this looks great you should enter it into the city art competition!" Anna's mom exclaimed. Anna looked over the piece as it did look good and could win her some money. So, she entered the piece. She waited around 4 weeks but in that time period Anna made multiple art pieces that she was proud of. She made portraits, scenery drawings, and patterns. She used different techniques to create different types of artwork. She colored them with so much color or no color but regardless they looked awesome. She stayed inside most of the day making art even though the storm cleared weeks back.

Out of the blue Anna received an email from the city. The email stated that she won first place along with \$200 in cash! Anna decided that she wanted to sell some of her artwork to people but she didn't know how. So she asked her parents how to do so. "Well maybe make an instagram account for your artwork."

"Oh and you could make a website or etsy account."

"Maybe start a youtube channel."

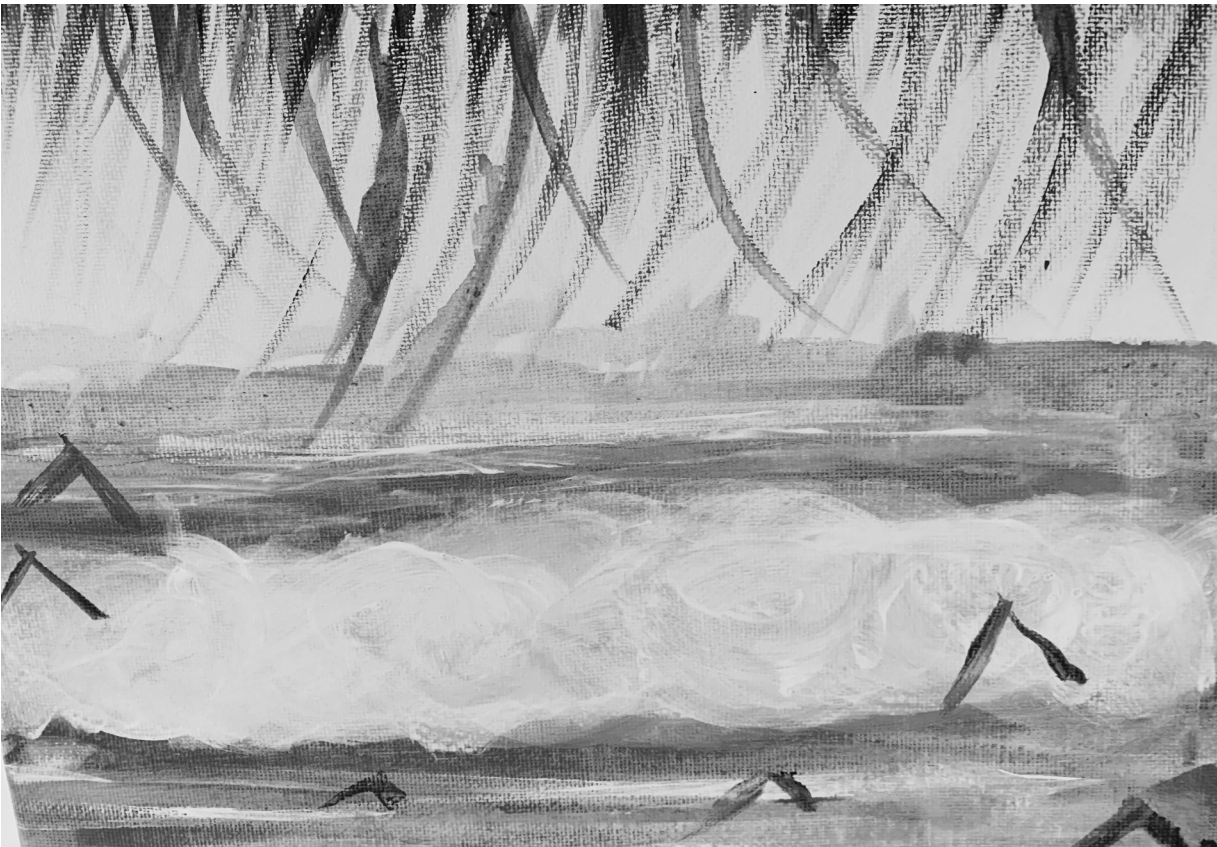
"Go to people's houses and ask or go to shops and ask if they want a painting for people to see."

CHILDREN'S CORNER

All these ideas overwhelmed Anna so she made an instagram account, an etsy shop, and went to stores. @_annasart is the account that she made. Same for her etsy shop. 1 2 3... her followers went up. She got stores to buy her artwork and people online to buy them as well. As summer went on Anna made more and more artwork and sold to more and more people. Then school started. Anna wouldn't have much time to make artwork since school work took up most of her afternoon.

On Sundays Anna would make as much art as possible and ship all orders out. One day someone from Anna's school wanted to buy some of her artwork. Anna was thrilled that someone from her school wanted to buy her art since she wasn't popular and not that many people knew who she was! As the school year went on Anna made most of her money from people at school and had gained a ton of followers and buyers.

Finally it was summertime and Anna could spend all her time on her artwork! One day when Anna was looking for more stores to promote her art. She got an email from a local museum asking if she wanted to showcase some of her artwork there. Anna took the offer in shock and happiness! That was the highlight of the summer and the beginning of her career. Over the years Anna collected thousands of dollars and used the money to go to art school to expand her education on art. That's how an artist was born.



A Tarnished Rebirth

Shreya Sarcar

Woven by white silk threads of love
I once danced through a palace
Bursting with a colorful grace
Like the spirits of a thousand twinkling *tevodas*
Roaming about in the new year celebrations.
My fabric was bright
As the dreams of the child who had worn me.

But those dreams began to fade
As the celebrations came to an end.
I was to be changed,
To transform from light to dark,
Like the uniforms of the beings
Who had made the day become an endless night.
And the lives of those around me,
Who cherished me for years,
Deceased and wilted.
I was there with the child
When we were lowered into the earth.

As I continue to live on,
Brought back into a world
That holds the same memories,
But belongs to another humanity,
I realize that I am not as pure as I once was.
My fabric, once clean and fresh
Is now tarnished
Like the war-torn ground that has dirtied me.





Best Compliments from



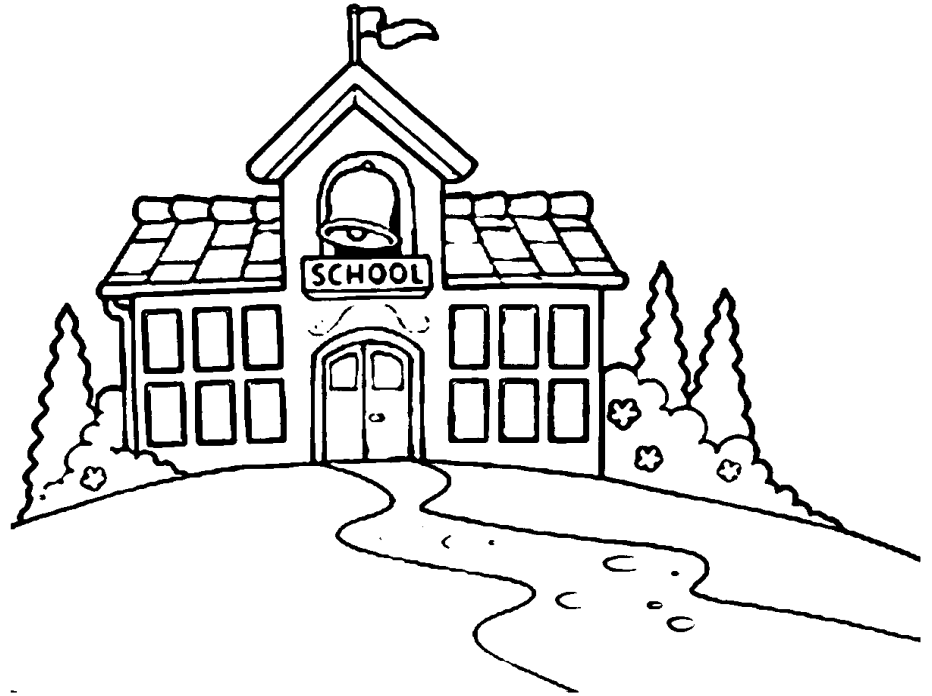
Dipankar & Sudipa Deshmukh

Starting Middle School

Ryon Deep Das

Gone are the days of single-file lines and reading for twenty minutes as the only homework. Gone are the days of assigned lunch seats and being stuck in one classroom all day. Here comes crowded hallways and planbooks and fitting huge binders into tiny lockers. Here comes switching classes at the bell and bringing a heavy trumpet to school every other day. Both of these have pros and cons, and it has been very hard to change. Who knew that we would have different schedules on odd and even days? Not me, that's for sure. However, I like this major difference. I am usually not like this. I am not the happiest at the start of a new calendar year. I do not like the ends of great vacations (but then again, who does?). Basically, I don't like change. Yet, I remain unfazed, no, actually 74%. How? Middle School just has some more significance to me. I like getting trusted more, having to find my bus on my own, having my own locker, and having to get to class on time. Also I'm in seventh grade. In my hometown, middle school starts then. It's rather strange.

Yet just because it isn't as hard as it could have been doesn't mean that it has been a clean sweep. It has still been hard without recess and finding the bus at the end of the day. It's the second week of school (at the time of this writing) and we already have at least an hour of homework every day! Did I mention having to get up at 6:30? You know what? Let me tell you a story...



...It was the second day of school. I had just had my exploratory, MinuteMan Tech, which is on the other side of the school. When I come back I walked through unfamiliar hallways and rushing students, all of them who are a head taller than me. Do you know what had happened? I got lost in the eighth grade section! Then when I got back to my homeroom finally after a teacher pointed the way, I was 15 minutes late to English!

15 minutes! Guess what? It also took me 15 minutes to get my locker open the first time, then it got jammed. Oh, why couldn't it be simple like the good ol' elementary days?



Best Compliments from



Sourav Chatterjee and Beena Chatterjee

CHILDREN'S CORNER

In our school, we have 4 wings: RED, GOLD, BLUE (which i'm in!), and GREEN. The building is also pretty old, even if they have these cool Skylights. Also, a lot of my friends have gone in different colors, which is probably one of the hardest if not the hardest thing in middle school. And of the friends who ended up in my wing, a lot of them don't share more than one class with me. However, could every thing be a lot worse?

The truth is, it could!! I have very good teachers, and my World Language and Homeroom teacher is great! She is really nice. Also, because a lot of my friends are in the wing we eat lunch with, at least I can be with my friends during lunch. Also, we get more responsibility this year as we have to be on time and we get our own lockers. Also starting to learn French is very fun. We also have band every other day and it is kind of cool to see so many people in one space playing music.

In elementary school, we only had 40 people at most in band. Now there is 120+ and it is just the seventh grade band! But let's go more in depth in lockers. In the early grades of elementary school we got cubbies, then we got hooks, now we get lockers! It's cool to actually have something that you need to be responsible about and I may sound weird to you, but I love having to turn the lock on my locker. Though I will admit it, it's hard to unjam the locker and fit my huge bag in. It's fun in the morning, when you have to get to class, although a couple of days I forgot that there were different class schedules on some days, but eventually I got that worked out. It's like knowing your left and right. It's essential in middle school. Lunch is great too, since the food is a lot better than during elementary school and we can sit with anybody in the whole 7 BLUE or 7 GOLD, which is like 200 people.

There are both ups and downs in middle school, but I'm trying to focus on the good things. This transition is hard for everybody who does it and it will be no different for me. I just have to let what's going to happen, happen. That's the only way I can be happy in Middle School or anywhere in general. Some days I will like school, some days I won't. And that's just the way it works. But for the time being, I can tell you I'm am happy in middle school, and as you all know, once you get to know it, you will love it. Thank you for reading this article.

Did I sound a little confused? Actually, I am, maybe that's why.



Best Compliments from



DULU PAUL

We the women

Anuprabha Dandapat

Maa Durga
was created to show
that us women have power.
That we can make a difference.
But is it fair when men and women still do not have the same rights?
After all these years,
Having the same qualifications
To do the same professions
But still paid less
Still refused
Why are some still denied an education
We did nothing wrong.
Knowledge is a right, not a privilege
Yet we must fight, be a witness.
Why must the woman stay home?
Why must she do the domestic work?
While the man does something realistic?
You need us to keep the balance running
To help you, because
You cannot do everything on your own
You think that you are stronger than us,
But really that strength is ours for enduring
All the hardships that you put us through
We are oppressed, yet we stay quiet.
We utter not a sound
Our courage is yet to be found.
We climb up the ladder, just fall all the way back down,
When they tell us that we are not as worthy as them.
We work the same as our male counterparts
Working until we wear ourselves out,
But no recognition
No commendation
But will you ever understand
That we are the same as you
We have the same capacity,
We are just as strong





Best Compliments from



অরিন্দম, ময়ূরা, আহেলী

CHILDREN'S CORNER

Just as right
Just as wrong,
The same efficacy.
What did they do to become
More deserving than us?
What more did they do?
Are we really the minority?
Or do you just want the priority?
We think that we have come so far,
That we are so civilized,
But we are a civilization built with discrimination
Why must I watch this happen
We are underestimated,
ignored, looked past.
Paid 82 cents to the dollar,
Then at the end of the day,
With the money that you are sent,
When you cannot pay the rent,
And you think about how shameful it is that we are still not accepted as full people.
Then, in the dark blanket of night,
I must be scared,
Must cross my arms over my chest,
Scared of what someone might do lest I do not.
We are Weak, targetable, because we are seen as vulnerable,
Maa
Is said to be free from the
patriarchal constructs
of society.
She is worshipped by all.
She gives us courage and strength, and
gives us the will to try,
Maa Durga is fierce,
Courageous.
She stares straight ahead,
Resolutely,
Unfazed
She is our protector,
She who purified
the world from injustices
There is a bit of Maa in all of us,
so let us all stand together united
and pray for the confidence to
bring an end to this prejudice.





In loving memory of
SAMBAR DATTA

December 17th 1939 - July 15th 2019



On July 15, 2019 our beloved and loving husband and father, Sambar Datta at age 79, passed away surrounded in his final moments and days by his family and listening to the music that brought so much peace to him all his life.

He is survived by his loving wife of 48 years of marriage, Kamala Datta, his three children, Kaushik (Noelle) Datta, Victoria Datta and Sonia (Robert) Varallo, his four loving grandchildren, Asha & Sachin Datta, Kamira and Joelle Varallo, and many other nephews and nieces who love and remember him fondly.

Sambar Datta was born on December 17, 1939 to his parents, Khagendra Nath and Sushoma Datta in Kolkata, India, one of ten children. He loved his parents and his siblings very much.

Sambar Datta loved his profession as an electrical & controls engineer. He worked at Stone & Webster (Shaw Group) the majority of his professional life, from where he retired after 46 years. He loved the design aspect of building power plants, seeing projects through to execution, and all the people interactions along the way. He was proud of doing his job well and loved the day they would turn the finished product over to the client.

His other personal passion was music whether it be listening to, performing or cultivating it in the community. Sambar loved many different genres of music- jazz, blues, classical and rock but his one true love was Indian Classical Music. He had an impeccable ear for Indian Classical music, meeting some of the greats during his lifetime.

Most importantly, Sambar Datta, was a kind and gentle soul. He spent a lifetime helping friends, family or strangers whenever and however he could. He believed in education as the strong foundation for a successful life. He was uncannily empathetic, always striving to understand the struggles of others to better himself. He passed these values and others on through his family.

'The Song is Ended, but the Melody Lingers On'

- *Irving Berlin*



In Loving Memory



It is with great sadness and a heavy heart that we inform you that our husband and father Dr. Amit Sarkhel peacefully passed away on Friday, March 1st, 2019, surrounded by his family. We will miss his genuine, humble and compassionate soul dearly. He is survived by his wife Arundhati, his daughter Anjana and son Ranjan.

Amit completed his undergraduate degree at the Kharagpur IIT. In 1970, he arrived in the US as a graduate student. He was with IBM for many years before moving to Massachusetts and accepting the position of Sr. Principal Engineer at Raytheon, which he held with great distinction until his retirement last year.

He was a very loving husband, father, brother and uncle, an affectionate and conscientious mentor, a consummate professional and a brilliant scientist and innovator. His loss leaves us all bereft of the love, light, support and joy he brought to our lives.



২০০৪ সালের সরস্বতীপূজা থেকে আপনাদের সকলের উপস্থিতি, সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদের মূলধন। একে ভড় করেই আমাদের এগিয়ে চলা।

এবারও দুর্গা মায়ের পূজা, ভোগ, রন্ধন, সাজসজ্জা, সাউন্ড সিস্টেম, পত্রিকা প্রকাশন, বিজ্ঞাপনদাতা ও সমগ্র পূজানুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

২০১৮ সালের কার্যকরী সমিতিতে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

২০১৯ সালে পূজাতে নৈবেদ্য এবং সকলের মিষ্টি দান যারা করেছেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা কামনা করি এই উৎসব সুন্দর হোক, সার্থক হোক, সবার মঙ্গল হোক। সবাইকে জানাই বিজয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিনীত-

২০১৯ সালের কার্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ

BNE's current Executive Committee comprises: Haridas Datta, Jharna Banerjee, Sudipa Deshmukh, Ajoy Tarafdar, Mouli Lala, Sourov Chatterjee, Madhumita Choudhuri , Karl Northov and Udayan Das.

Towne Market

120 Cambridge Street

Burlington, MA 01803

Tel: (781) 221-7188

Owner: Syed K. Mohammed



Halal Meat Shop

**Indian, Pakistani, Middle Eastern and Sri Lankan groceries,
and the best quality meats for miles around!**

We cut Meat and Fish Separately

Store now has new Coolers installed

for Fish and fresh Vegetables!

(Fresh Meat comes in on Wednesdays and Fridays)

For large orders, please call ahead.

DRAPER
& KRAMER

MORTGAGE
CORP.

Your local home financing expert

- Competitive low rates
- Numerous financing options
- Fast loan processing
- Free quotes and preapprovals



Contact Indy for mortgage advice and solutions
for your next home purchase or refinance.



INDY JOHAR

Director of Residential Lending

M: 508-982-6323

O: 508-263-0699

indy@dkmortgage.com

www.dkmortgage.com/indy

- Ranked among the top mortgage originators in the nation
- Over \$2 billion in home financing provided
- Thousands of clients served



Indy Johar (MA:ML021664, NMLS:21664) is an agent of Draper and Kramer Mortgage Corp. (NMLS:2551) an Equal Residential Mortgage Lender located at 1431 Opus Place, Suite 200, Downsview, IL 60515, 433-376-2100, MA: Mortgage Lender License No. ML0551. © 2018 Draper and Kramer Mortgage Corp. All Rights Reserved. Indy Johar is located at 150 Emerson Street, Suite 3-5, Franklin, MA 02036, 6082-01 09/19